রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৫, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রশাসন অধি : শাখা : ০২।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/৩০ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০৩২.০২৩.০৬১.০০৫.২০১২.২১১—নির্দেশক্রমে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

## জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২

### প্রস্তাবনা

মানুষের ঐক্য ও যৌথ প্রচেষ্টার সাংগঠনিক ব্যবস্থার নাম সমবায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে মানবিক প্রযুক্তি হিসেবে সমবায়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। উন্নয়নের অন্যতম কার্যকর পন্থা সমবায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৮৯ সালে জাতীয় সমবায় নীতি প্রণীত হয়। জাতীয় সমবায় নীতির অনুশাসন অনুযায়ী আইন বিধি বিধান যুগোপযোগীকরণ এবং সমবায় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ প্রচেষ্টাকে আরো সম্প্রসারিত ও অর্থবহ করার অনেক সুযোগ আছে।



মূল্য : টাকা ৪.০০

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

এসব কারণে এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন এখন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রয়োজনে দেশের সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম এবং জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সমবায় আন্দোলনকে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন উৎপাদন সহযোগী এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধিতে সমবায় প্রচেষ্টা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখা।

উৎপাদন ব্যবস্থায় সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োগ যতটুকু হয়েছে, উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সে পরিমাণ অগ্রগতি হয়নি। ফলে উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়পক্ষ ন্যায্যমূল্য (Fair Price) থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সমবায় ব্যবস্থার আরও প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। সমবায়ভিত্তিক ছোট ও মাঝারী শিল্প কারখানা সৃজন ও পরিচালনা করার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা সমভাবে গুরুত্ব বহন করে।

সে প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতির যুগোপযোগী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বস্তুত দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনেই 'জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২.০০ যৌক্তিকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা - এই তিন ধরণের মালিকানা ব্যবস্থা সংবিধানে স্বীকৃত। সমবায়ী মালিকানা হচ্ছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা, যা সমষ্টিগত বা যৌথ মালিকানা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, কেননা সমবায়, সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবলের দ্বারা দুর্বলকে শোষণ থেকে মুক্ত করে তার ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। যুগোপযোগী সমবায় নীতির আওতায় বিকশিত সমবায়ের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে সামাজিক সাম্য ও সমতা অর্জনসহ মালিকানা সম্পর্কিত সাংবিধানিক স্বীকৃতির সফল রূপায়ন সম্ভব। দেশের সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এর উপযোগিতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশে সমবায় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এসব উদ্দেশ্য এবং সমবায় আন্দোলনের কাংক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিকে গণমুখী ও বহুমুখী করার উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি' বাস্তবায়ন এবং অর্থনীতিতে সমবায়ের প্রভাব ও পরিমাণ বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সমবায়বান্ধব নীতি আবশ্যক।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

**৩.০০ ভিশন**

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সমবায়কে লাগসই মানবিক উদ্যোগ হিসেবে সফল করে তোলা।

**৪.০০ উদ্দেশ্য**

৪.০১ গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা-জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সমবায় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

৪.০২ কৃষিজাত পণ্যের বিপণনে সমবায় ভিত্তিক সরবরাহ-চেইন গড়ে তোলা।

৪.০৩ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সমবায়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

৪.০৪ সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সংবিধানে বর্ণিত পৃথক খাত হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়কে অধিকতর সম্প্রসারিত করা।

৪.০৫ সমবায় সমিতিসমূহকে গণতান্ত্রিক ও আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.০৬ গ্রাম ও শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্তসহ সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মক্ষম ব্যক্তির স্ব-কর্মসংস্থান বহুমূখী করা।

৪.০৭ নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.০৮ সমবায় চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

৪.০৯ কৃষি উৎপাদনসহ অপ্রধান কৃষি ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।

৪.১০ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।

৪.১১ দেশের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্যসহ এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এর উপযোগিতা বৃদ্ধিতে সমবায়ের অবদান বৃদ্ধি করা।

৪.১২ সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য এবং অকৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, বিপণন খরচ হ্রাস এবং ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিত করা।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৪.১৩ সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী করা।

৪.১৪ অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমবায় সম্পর্ক জোরদার করা।

৪.১৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যাপক বিকাশে সমবায়ের ভূমিকা জোরদার করা এবং সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.১৬ তৃণমূল থেকে সকল পর্যায়ে সমবায়ের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

৪.১৭ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা।

৪.১৮ অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগে সরকার ও সমবায় (পাবলিক এন্ড কো-অপারেটিভ) এবং ব্যক্তি ও সমবায় (প্রাইভেট এন্ড কো-অপারেটিভ) কে উৎসাহিত করা।

৪.১৯ সকল পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায়ী উদ্যোক্তাকে উৎসাহ প্রদান করা।

৪.২০ আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (International Co-operative Alliance-ICA) সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে এদেশের সমবায় আন্দোলনের পুরোধা সমবায় সংগঠনসমূহকে আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনগুলোর পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.২১ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের অবদান আরো বৃদ্ধি করা।

**৫.০০ সমবায় নীতি বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের ভূমিকা**

৫.০১ সমবায় নীতিতে বর্ণিত কৌশলসমূহকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের সংগে নিবিড় যোগাযোগ এবং অংশীদারিত্বমূলক সুসমন্বয় গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.০২ সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা সমবায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ করবে। সমবায় বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) এর ভূমিকা জোরদার করা।

মুহাম্মদ নুর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৫.০৩ কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) এর আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ, সহযোগিতা, আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক জোরদারকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.০৪ জাতীয় নীতিসমূহের লক্ষ্য অর্জনে মন্ত্রণালয়সমূহ সমবায়-উদ্যোগকে অধিকতর সম্পৃক্ত করবে।

**৬.০০ সমবায় নীতির মূল ক্ষেত্রসমূহ ঃ**

৬.০১ সমবায় সমিতিসমূহের অবস্থান;

৬.০২ সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৬.০৩ সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ ও ঋণসহ উপকরণ সরবরাহ;

৬.০৪ সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা;

৬.০৫ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন ও আইসিটি।

**৬.০১ সমবায় সমিতিসমূহের অবস্থান ঃ**

(ক) দেশে বর্তমানে সংগঠিত সমবায় সমিতিসমূহ উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাথমিক সমিতিকে অর্থবহ সমর্থন দানই কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির প্রধান দায়িত্ব।

(খ) পেশাভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ, লক্ষ্যভিত্তিক ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহকে একই ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক, লক্ষ্যভিত্তিক, জনগোষ্ঠীভিত্তিক এবং বিশেষ কর্মকাণ্ডভিত্তিক সমিতিসমূহের সমন্বয়ে প্রতি গ্রামে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা।

**৬.০২ সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ঃ**

(ক) সমবায়কে স্ব-শাসিত ও স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আত্মব্যবস্থাপনা ও পেশাগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

(খ) সমবায় সমিতিসমূহের স্বাধীন বিকাশে সরকারের আইন ও বিধিবিধান সময় সময় যুগোপযোগী করা।

(গ) সমবায়ীগণের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য তাদের নিয়মিত বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) সমবায় সমিতি ও সমবায়ীগণের অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

**৬.০৩ সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ ও ঋণসহ উপকরণ সরবরাহ ঃ**

(ক) সমবায় সমিতিসমূহ যাতে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমবায় সমিতিকে সরকারি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(খ) সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা .বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

(গ) দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং এ সকল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

**৬.০৪ সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঃ**

(ক) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

(খ) সমবায় অধিদপ্তরকে গতিশীল ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

(ঘ) তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে সমবায় সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।

**৬.০৫ শিক্ষা প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন ও আইসিটি ঃ**

(ক) সমবায় সম্পর্কিত ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম/সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।

(খ) সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(গ) সমবায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

(ঘ) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীসহ বিভাগীয় সদর এবং পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন এবং কারিকুলাম যুগোপযোগী করা।

(ঙ) ডিজিটাল ও অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

(চ) বিভিন্ন সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ সদস্য এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা।

(ছ) সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা।

(জ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায়ের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থার সহযোগিতায় সমবায়ী, সমবায় কর্মকর্তা, সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং সমবায় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিদেশী সমবায় সংস্থা পরিদর্শনের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

(ঝ) সমবায় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্যায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে ICT ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**৭.০০ সমবায় নীতির বাস্তবায়ন কৌশল ঃ**

৭.০১ সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা।

৭.০২ দক্ষ ও আত্মব্যবস্থাপনামূলক সমবায় গড়ে তোলার জন্য সময়ে সময়ে সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালা সমবায়বান্ধব ও যুগোপযোগী করা।

৭.০৩ বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের সকল সমবায় সংগঠনকে শক্তিশালী করা।

৭.০৪ সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সমবায়বান্ধব বিধিবিধান তৈরি ও বাস্তবায়ন করা এবং প্রয়োজনে পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৭.০৫ সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অন্যতম ইউনিট হিসেবে কাজে লাগানো।

৭.০৬ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে সহজশর্তে উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

৭.০৭ কৃষিঋণ প্রদান এবং উপকরণে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায়ী কৃষককে অগ্রাধিকার ও বিশেষ সুবিধা প্রদান করা।

৭.০৮ সরকারি খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে (ধান, চাল, গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে) সমবায়ী কৃষককে প্রাধান্য দেয়া।

৭.০৯ সরকারি-বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যথাক্রমে সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচার এবং প্রচারের শ্লট বরাদ্দ রাখা।

৭.১০ সমবায় কার্যক্রমের প্রায়োগিক গবেষণা বৃদ্ধি করা।

৭.১১ মানব সম্পদ উন্নয়নে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধি করা।

৭.১২ জনশক্তি রপ্তানিতে প্রশিক্ষিত সমবায়ীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৭.১৩ নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭.১৪ কৃষি উৎপাদনসহ অপ্রধান কৃষি ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।

৭.১৫ দেশের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এর উপযোগীতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭.১৬ সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য এবং অকৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিত করা।

৭.১৭ সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী করা।

৭.১৮ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য কিংবা অকৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের জন্য শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী সমবায় সমিতিসমূহকে নীতিগত সহযোগিতা প্রদান করা।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৭.১৯ সমবায় সম্পর্কিত ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.২০ ডিজিটাল ও অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৮.০০ **তদারকি ও পর্যালোচনা**

জাতীয় সমবায় নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, দপ্তর ও সুফলভোগীদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ নীতির তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবে। সকল মন্ত্রণালয় বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমবায় নীতি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে।

৯.০০ **জাতীয় সমবায় নীতির ঘোষণা**

সংবিধানে বর্ণিত পৃথক খাত হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সমবায়কে অধিকতর সম্প্রসারণ ও কার্যক্রম করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

৯.০১ ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য এবং অকৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিতকরণে সমবায়কে অধিকতর ব্যবহার করা।

৯.০২ উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিমুখীকরণে সমবায়কে সহায়তা প্রদান করা;

৯.০৩ কৃষি উৎপাদনসহ অপ্রধান কৃষি ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।

৯.০৪ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায় কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।

৯.০৫ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা;

৯.০৬ সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমবায় ঋণনীতি গ্রহণ করা;

৯.০৭ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার হিসেবে সমবায়কে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৯.০৮ সমবায় গোচারণভূমি নীতি ২০১১ সহ সমবায় সম্পর্কিত সকল নীতি ও বিধিবিধানের ঘোষণা বাস্তবায়ন করা;

৯.০৯ গ্রাম ও শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্তসহ সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মক্ষম ব্যক্তির স্ব-কর্মসংস্থান বহুমুখী করা;

৯.১০ নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৯.১১ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

৯.১২ দেশের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৯.১৩ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায়কে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করা;

৯.১৪ ছোট ও মাঝারী শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা;

৯.১৫ অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমবায় সম্পর্ক জোরদার করা;

৯.১৬ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা;

৯.১৭ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা;

৯.১৮ পেশাভিত্তিক বহুমুখী কর্মকাণ্ডভিত্তিক এবং বিশেষ কর্মকাণ্ডভিত্তিক সমিতিসমূহের সমন্বয়ে প্রতি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করা;

৯.১৯ তৃনমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে সমবায় সংগঠনের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;

৯.২০ সমবায় সম্পর্কিত ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা;

৯.২১ সরকারি বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যথাক্রমে সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচার এবং শ্লট বরাদ্দ রাখা।

মুহাম্মদ নূর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU

৯.২২ সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণাকার্য আরো বৃদ্ধি করা;

৯.২৩ সমবায় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং মুল্যায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে ICT ব্যবহার নিশ্চিত করে ডিজিটাল ও অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মুহাম্মদ নুর হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী। নিজ জেলা- চট্টগ্রাম।
মোব#০১৮১৮-২৪০২৯১ ই-মেইল-nur.hossain48@yahoo.com বি.কম(সম্মান),এম.কম(হিসাববিজ্ঞান),১ম শ্রেণীতে ৫মNU